গিনেস বুকে বাংলাদেশ

‘গিনেস বুক’ নামটির সঙ্গে মোটামুটি সবাই পরিচিত। বিশ্বের সকল প্রকার রেকর্ড সংরক্ষণ করার আন্তর্জাতিক ও অত্যন্ত জনপ্রিয় বই এটি। সেই গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে অন্যদের মতো নাম লিখিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষরাও। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবারই আমাদের দেশের নাম গিনেস বুকে উঠে এসেছে। দেখে নেওয়া যাক বাংলাদেশ কতবার এবং কীভাবে গিনেসে নাম লিখিয়েছে।

যার হাত ধরে গিনেসবুকে প্রথমবার বাংলাদেশ

বিশ্বের সব যুগান্তকারী রেকর্ডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিকে লিপিবদ্ধ করে রাখে গিনেস বুক। আরাধ্য এই বইয়ে যার হাত ধরে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের নামটি ঠাঁই পায় তিনি বিস্ময়কর টেবিল টেনিস খেলোয়াড় জোবেরা রহমান লিনু। টেবিল টেনিসের সম্রাজ্ঞী হিসেবেই তিনি সবার কাছে পরিচিত। ২০০২ সালের ২৪ মে দিনটি জোবেরা রহমান লিনুর জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ এ দিনেই প্রথম বাংলাদেশি ক্রীড়াবিদ হিসেবে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লেখান তিনি। বাংলাদেশের ক্রীড়া জগতের জীবন্ত কিংবদন্তি প্রখ্যাত এ টেবিল টেনিস খেলোয়াড় জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ১৯৭৭ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ১৬ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে এ সম্মাননা অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনিই প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম উঠিয়েছেন।

জাতীয় সঙ্গীতে বিশ্বরেকর্ড

২০১৪ সালের স্বাধীনতা দিবসে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৬৮১ জনের অংশগ্রহণে একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ইতিহাস গড়েছিল বাংলাদেশ। সেদিন ঘড়ির কাঁটায় বেলা ১১টা ২০ মিনিটে রাজধানীর তেজগাঁও জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয়, ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।’সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ আর বাংলাদেশিদের প্রাণের এ সুর ছড়িয়ে পড়ে প্যারেড গ্রাউন্ড ছাড়িয়ে সারা দেশ এবং দেশের বাইরে। সেদিন বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, পোশাক ও পরিবহনসহ বিভিন্ন খাতের কর্মীসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষ প্যারেড মাঠে উপস্থিত হয়ে জাতীয় সঙ্গীতে কণ্ঠ মেলান। বাঙালির দেশপ্রেমের অনন্য এক নজির দেখল সারা বিশ্ব। পাশাপাশি লাখো কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়ল বাংলাদেশ। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে ওই কর্মসূচিটির আয়োজন করা হয়েছিল।

গিনেস বুকে ঢাকার রিকশা

গিনেস রেকর্ডের তালিকায় রিকশার নগরী হিসেবে স্থান পেয়েছে রাজধানী ঢাকা। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি রিকশা চলাচল করে ঢাকায়। ১৫ মিলিয়ন মানুষের শহর ঢাকার যাতায়াতের মোট ৪০ শতাংশ রিকশাকেন্দ্রিক। রাজধানী ঢাকায় পাঁচ লক্ষাধিক রিকশা চলাচল করে। পরিবেশবান্ধব এই বাহন ঢাকার প্রতিবন্ধী, নারী ও শিশুদের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। এমন তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ২০১৫ সালের প্রকাশনায়। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশের মিডিয়া অ্যাডভোকেসি অফিসার সৈয়দ সাইফুল আলমের একটি ব্লগ পড়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে গিনেস কর্তৃপক্ষ। সৈয়দ সাইফুল আলম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঢাকার রিকশার তথ্য প্রদান করেন। তার হাত ধরেই বাংলাদেশের খাতায় যুক্ত হলো আরো একটি বিশ্বরেকর্ড।

বিজয় দিবসে বিশ্বরেকর্ড

১৬ ডিসেম্বর ২০১৭। সকাল থেকেই রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা সংলগ্ন ৩০০ ফিট রাস্তায় একে একে জড়ো হচ্ছেন সাইকেলিস্টরা। তাদের উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের বিজয় দিবসে সাইকেল চালিয়ে বিশ্বখ্যাত গিনেস রেকর্ডে নাম লেখানো। দেশের জন্য বিজয় দিবসে আরেকটি বিজয় ছিনিয়ে আনা। একটি সম্মান বয়ে আনা। ‘লংগেস্ট সিংগেল লাইন অব বাইসাইকেল মুভিং’ ক্যাটাগরিতে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়তে সাইক্লিংয়ে অংশ নেন বাংলাদেশের ১ হাজার ১৮৬ সাইক্লিস্ট। দুই হাজারের বেশি সাইক্লিস্টের তালিকা থেকে গিনেস বুক কর্তৃপক্ষের নির্বাচিতরা এই সাইকেল শোভাযাত্রায় অংশ নেন। বাংলাদেশের সুপরিচিত সাইকেল সংগঠন বিডি সাইকেলিস্ট বাংলাদেশের ৪৭তম বিজয় দিবসে এমন আয়োজন করে। গিনেস রেকর্ড বুকে নাম লেখানোর জন্য কমপক্ষে এক হাজার সাইক্লিস্টকে এক লাইনে ৩ দশমিক ২ কিলোমিটার পথ সাইকেল চালাতে হয়। সেই অনুযায়ী নিয়ম মেনে প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয় বিডি সাইকেলিস্টরা। এ সময় গিনেসের প্রতিনিধি না থাকায় আয়োজন শেষে ছয়টি ক্যামেরার আনকাট ভিডিও, ড্রোন দিয়ে তোলা ছবিসহ সব তথ্য পাঠানো হয় গিনেস কর্তৃপক্ষের কাছে। তথ্যচিত্র বিশ্লেষণ শেষে এ বছরের ১৮ জানুয়ারি স্বীকৃতি দেয় ‘গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস’। এর আগের রেকর্ডটি ছিল বসনিয়ার দখলে।

২০১৫ সালে বসনিয়ান সাইকেলিং ফেডারেশন ২০টি দেশের সাইকেলিস্টদের নিয়ে এই রেকর্ড গড়ে। বসনিয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রের দখলে পাঁচ বছর ছিল রেকর্ডটি।

ফুটবলে বাংলাদেশি যুবকের হ্যাটট্রিক বিশ্বরেকর্ড

গিনেস রেকর্ড এক স্বপ্নের নাম। অনেকেই চেষ্টা করেন এই রেকর্ডে নাম লেখাতে। কিন্তু ক'জন পারেন। কিন্তু বগুড়ার সন্তান আবদুল হামিদ শুধু একবার নয়, গিনেস রেকর্ডে তিনি হ্যাটট্রিক গড়েছেন। ২০১২ সালে ফুটবল মাথায় বল নিয়ে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বিশ্বরেকর্ড গড়েন তিনি। এরপর ২০১৬ সালে দ্বিতীয় বারে দ্রুততম (২৭.৬৬ সেকেন্ড) সময়ে মাথায় বল নিয়ে রোলার স্কেটিং জুতা পরে ১০০ মিটার অতিক্রম করে একটি রেকর্ড গড়েন হামিদ। এবার হ্যাটট্রিকের পালা। ২০১৭ সালের ৮ জুন শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সে মাথায় বল নিয়ে সাইকেল চালিয়ে ১৩.৭৪ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন এই রেকর্ড গড়েন হামিদ। সকাল ১১.৫৩ মিনিটে তিনি মাথায় বল নিয়ে সাইকেল চালানো শুরু করেন। ৯১ ল্যাপ শেষ করার পর দুপুর ১টা ১২ মিনিটে বাতাসের ঝাপটায় তার মাথা থেকে বল পড়ে যায়। ততক্ষণে ১৩.৭৪ কিলোমিটার অতিক্রম করে ফেলেছিলেন তিনি। 'গ্রেটেস্ট ডিসট্যান্স ট্রাভেলড অন এ বাইসাইকেল ব্যালেন্সিং : এ ফুটবল অন হেড' ক্যাটাগরিতে রেকর্ড গড়ে হ্যাটট্রিক করেন হামিদ।

<u>সবচেয়ে ভারি শিল</u>

১৯৮৬ সালের ১৪ এপ্রিল গোপালগঞ্জে শিলাবৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় যে শিল পড়েছিল তার কোনো কোনোটির ওজন ছিল প্রায় এক কেজি। ওই দিন ৯২ জন নিহত হয়েছিলেন।

<u>পাঁচ ভাই বিয়ে করেন পাঁচ বোনকে</u>

১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে নরেন্দ্র নাথ ও তারামনি রায় দম্পতির পাঁচ মেয়ের সঙ্গে তারাপদ কর্মকার ও খানা রানি রায় দম্পতির পাঁচ ছেলের বিয়ে সম্পন্ন হয়।

সবচেয়ে পাতলা দেশ

রাষ্ট্রতো আর পাতলা হতে পারে না, পাতলা হতে পারে তার মানুষ। সেই হিসেবে ২০১০ সালে বিশ্বের 'সবচেয়ে পাতলা দেশ' হিসেবে বাংলাদেশের নাম ওঠে গিনেস বইয়ে। সেই সময় মেয়েদের গড় বিএমআই (বডি ম্যাস ইনডেক্স) ছিল ২০.৫, আর পুরুষদের ২০.৪।

দীর্ঘতম মানববন্ধন

২০০৪ সালের ১১ ডিসেম্বর ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষ একজন আরেকজনের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। সরকারের বিরুদ্ধে 'অনাস্থা' প্রকাশের এই কর্মসূচির আয়োজনে ছিল আওয়ামী লীগ। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত এই মানববন্ধন ১,০৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ছিল।

বন্যায় রেকর্ড সংখ্যক গৃহহীন মানুষ

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের প্রায় ৫৭ শতাংশ এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছিল। সেই সময় প্রায় ২৫ মিলিয়ন মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছিল।

জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি

গিনেস বলছে, ২০১০ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ২২ লাখ ২১ হাজার। দেশটির আয়তন ৫৫ হাজার ৬০০ বর্গকিলোমিটার। সেই হিসেবে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করেন ২,৯১৮ জন।

২৭ ঘণ্টা ঢোল বাজিয়ে বিশ্বরেকর্ড

বাংলাদেশের **সুদর্শন দাশ** নামের এক বাঙালি ঢোল বাদক টানা ২৭ ঘণ্টা ঢোল বাজিয়ে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেন। ২০১৭ সালের ২৫ জুলাই তাকে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড কমিটি স্বীকৃতি দেয়।তার বাড়ি চট্টগ্রামজেলার সাতকানিয়া উপজেলায়। এত সময় ধরে ঢোল বাজানোর রেকর্ড এর পূর্বে কেউ করতে পারে নি।

বৃহত্তম উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন

একক বৃহত্তম বিচ্ছিন্ন ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, যা বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে ভারত ও বাংলাদেশের অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এটি প্রায় 945,850 হেক্টর (2,337,246 একর) - বা 9, 458 কিমি 2 (3,651 বর্গ মাইল) - এলাকায়। বাঘ (প্যান্থেরা টাইগ্রিস) সুন্দরবনের সবচেয়ে সুপরিচিত কিন্তু বিরল ডিনজেন। সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপের অংশ, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা।

ঢাকা ক্লিন-আপ ক্যাম্পেইন

ঢাকার দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) কর্তৃক 13 এপ্রিল ঢাকায় ঢাকা ক্লিন-আপ ক্যাম্পেইন, গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসকে সবচেয়ে বড় পরিচ্ছন্ন অভিযান হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানব পতাকা

বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানব পতাকা গড়ে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ। ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ বিজয় দিবসকে স্মরণ করে ২৭ হাজার ১১৭ জন মানুষ নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানব পতাকা গড়েছিল বাংলাদেশ। 'লাল-

সবুজের বিশ্ব জয়’ শিরোনামে মুঠোফোন সেবাদান প্রতিষ্ঠান রবি আজিয়াটার এই আয়োজনের কৌশলগত অংশীদার ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ওই মানব পতাকা তৈরি হয়। ওই দিন বিজয়ের গর্জনে মুখরিত হয় প্যারেড স্কয়ার।